তাহা জাবির আলআলওয়ানি

# ইসলামে স্বধর্মত্যাগ

## একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

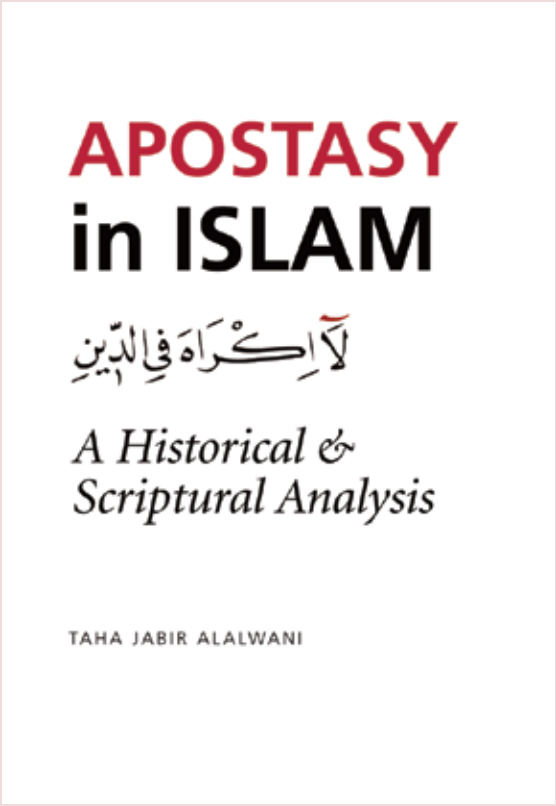

# ইসলামে স্বধর্মত্যাগ

একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

তাহা জাবির আলআলওয়ানি

আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ
ন্যান্সি রবার্টস

সংক্ষেপণ
এলিসন লেক

বাংলা অনুবাদ
হারুন ইবনে শাহাদাত

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

# ইসলামে স্বধর্মত্যাগ

## একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

তাহা জাবির আলআলওয়ানি

অনুবাদস্বত
বিআইআইটি

প্রকাশক
**বিআইআইটি পাবলিকেশন্স**
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১২৫.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৬৭৩১-৯-৪

Bengali version of *'Apostasy In Islam: A Historical and Scriptural Analysis'*. published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100; Cell: (+88) 01400 403949, 01400 403958, E-mail: biitpublications@gmail.com, publication: September 2023. Price: Tk 125.00

## আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজের গ্রন্থগুলো পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার উৎসমূল ঠিক রেখে, পরিকল্পিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে মূল ধারণাকে বুঝার উপযোগী করে। গ্রন্থগুলো সহজে ও কম সময়ে পড়ার উপযোগী করে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত প্রকাশনাকে খুব সতর্কতার সাথে গভীরভাবে বার বার দেখার পর সারসংক্ষেপ করা হয় এ আশা নিয়ে যে, পাঠকের মনে উল্লেখিত বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

স্বধর্মত্যাগের (*আল-রিদ্দাহ*) জন্য নির্ধারিত আইনানুগ শাস্তি যদি থাকে তাহলে তা কী এবং কুরআনের ২:২৫৬ আয়াতে বর্ণিত 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' অনুযায়ী তার প্রতি ধর্ম কতটুকু সহনশীলতা দাবি করে?

উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ তাহা জাবির আলআলওয়ানির গভীর অধ্যয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফসল 'ইসলামে স্বধর্মত্যাগ: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ'। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, রাসূল সা. স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগের জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। অথচ পরবর্তী শতাব্দীতে এ বিষয় নিয়ে মুসলিম বিশ্বে অব্যাহত বিতর্ক দুঃখজনক। সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা ইসলামি আইনশাস্ত্রকে মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক যথাযথভাবে গভীর মনোযোগের সাথে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ের তথ্য পরীক্ষিত মূল উৎস থেকে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলো বিস্তারিত এবং এর সাথে সম্পর্কিত অনেক নৈতিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রমাণ একত্রিত করেছেন। তিনি মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের প্রবক্তাদের বিরোধপূর্ণ যুক্তিতর্ক পেশ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরেছেন। লেখক কুরআন, সুন্নাহতে উল্লেখিত সমুন্নত বিশ্বাসের স্বাধীনতার

পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলাম (বিশ্বাস) থেকে বের হয়ে যাওয়াসহ *আল-রিদ্দাহ* পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন না। পাপ শব্দটির প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলা হয়েছে, এর জন্য অপরিহার্য শর্ত আছে : যতদিন একজন স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগকারী বিচারযোগ্য অন্য কোনো অপরাধের সাথে জড়িত না হবেন, বিশেষভাবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত অপরাধের সাথে জড়িত না হবেন, লেখকের মতে ততদিন বিষয়টি শুধু আল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কুরআন একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস ত্যাগের পর বার বার ফিরে আসার সুযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত কিংবা শাস্তি দিতে হবে এমন কথা বলেনি– লেখক এ সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ইসলামের শিক্ষা হলো, সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্য মানুষ তার ধর্ম পছন্দ করার ব্যাপারে স্বাধীন। মূলনীতি হলো, মানুষের জন্য এটি এমন এক গুরুদায়িত্ব যার জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে, এজন্য সে অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না। তার এ পছন্দের ভুল-শুদ্ধের বিচার হবে পরকালে, ইহকালে নয়।

গ্রন্থটি লেখা হলো এক বড় জটিল ও দুর্বল সময়ে যখন কুরআন এবং সুন্নাহর উচ্চতর আইনগত উদ্দেশ্য ও মান বা *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* বুঝা একান্ত প্রয়োজন। লেখক তাঁর এ গবেষণায় জোরালো শক্তিশালী প্রমাণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিস, বিবেচনাযোগ্য চিন্তা, ইসলামি পাঠগত বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রথাগত পন্থা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞান, সেই সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যথাযথ ব্যবহার করেছেন।

কুরআনের নির্দেশানুসারে, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো জীবন নেয়া সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। সুতরাং ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থের সাথে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা। এ বিষয়টি স্বচ্ছভাবে সবার উদ্দেশে তুলে ধরা হয়েছে।

---

**মূল বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ**

ইসলামে স্বধর্মত্যাগ: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

তাহা জাবির আলআলওয়ানি

# সূচি

ভূমিকা ॥ ০৭

**প্রথম অধ্যায়**
ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ? ॥ ১১

**দ্বিতীয় অধ্যায়**
স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ॥ ১৬

**তৃতীয় অধ্যায়**
রাসূল সা.-এর সময়ে স্বধর্মত্যাগ ॥ ১৯

**চতুর্থ অধ্যায়**
স্বধর্মত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় মৌখিক সুন্নাহর বক্তব্য ॥ ২২

**পঞ্চম অধ্যায়**
ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে স্বধর্মত্যাগীদের শাস্তি ॥ ২৫

**ষষ্ঠ অধ্যায়**
স্বধর্মত্যাগে অভিযুক্ত মুসলিম স্কলারগণ ॥ ৩১

উপসংহার ॥ ৩৪

টীকা ॥ ৩৬

# ভূমিকা

এ গবেষণার লক্ষ্য স্বধর্মত্যাগের জন্য আইন নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে ঐকমত্যের যে অভাব রয়েছে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখানো। স্বধর্মত্যাগ পরিভাষাটি কুরআন এবং সুন্নাহয় কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা স্পষ্ট করা। এ প্রসঙ্গে নবী স.-এর কথা ও কাজ যা সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ থেকে আমরা পেয়েছি এবং প্রথা ও আচার-আচরণ, জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত, তাঁর সাহাবিদের যতটুকু মূল্যায়ন আমাদের জন্য অনুমোদিত, স্বধর্মত্যাগের ব্যাপারে এমন যেখানে যত তথ্য প্রমাণ আছে তার কোথাও আইন নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই যতদিন না কেউ ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন বিশ্বাস গ্রহণ করার সাথে অন্য কোনো অপরাধমূলক কাজের সহযোগী না হবেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও ব্যবহারিক সুন্নাহ মানুষের জন্য বিবেচ্য তাদের সব ইচ্ছা, অভিমত, চিন্তা, মনোভাব, কাজের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে।

এ লক্ষ্যে অধ্যয়নটি বিভিন্ন মজহাবও বিশ্লেষণ করে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আইনবিদরা দাবি করে যে ধর্মত্যাগীকে অবশ্যই মৌখিক সুন্নাহ এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এ গবেষণা পদ্ধতিতে দার্শনিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং গবেষণার ঐতিহ্যগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিগুলো ইসলামি পাঠ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রথাগত পন্থায় প্রস্তাব করা হয়েছে। কুরআন হলো সব রায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌলিক নীতিমালার প্রধান উৎস ও ভিত্তি। কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা করার উৎস হিসেবে সুন্নাহকে একটি বেঁধে দেয়া পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়।

কুরআনে দেখানো ভাষাগত পারিভাষিক অর্থ নির্ধারণে যেসব মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো : কুরআনের নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সুন্নাহতে আছে রাসূল স.-এর এমন ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য এবং আরবে প্রচলিত সেসব পরিভাষা যা তাদের বিভিন্ন উপভাষায় সাহিত্যশৈলী ও

## প্রথম অধ্যায়

# ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ?

ধর্মত্যাগের কারণে আইনগত কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ দাবি করেন, ইসলামি আইনে ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল। তাই তারা চান, তাদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে মানুষকে সত্য থেকে ফিরিয়ে নিজেদের মতের পক্ষের দল ভারি করতে। অথচ রাসূল সা.-এর সাহাবি উমর ইবন আল খাত্তাব, ইবরাহিম আল নাখি, সুফিয়ান আল সাওরি ও অন্যান্য ইসলামি স্কলাররা এই শাস্তি সমর্থন করেননি। তারা চেয়েছিলেন পরবর্তী চিন্তাবিদরা আগের বিষয়টি নিয়ে আবার একটু চিন্তা করুক।

স্বধর্মত্যাগ করলে তার সাথে কেমন আচরণ করা হবে বিষয়টি নির্ভর করবে ব্যক্তির মত প্রকাশের অধিকার, ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা ও বিশ্বাস অথবা সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ এবং পবিত্রতার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত তার ওপর। ২০০৬ সালে আফগান নাগরিক আবদ আল রাহমান আবদ আল মান্নান বিশ্বমিডিয়ার সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ, বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যদিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়ে এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে। পরে অবশ্য বিশ্বনেতৃবৃন্দের চাপে তিনি কারামুক্ত হয়ে ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। তার এই মামলার ফলে ইসলামে স্বধর্মত্যাগ বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। সারা পৃথিবীতে এটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।

সাধারণত বিভিন্ন জাতি তাদের জাতীয় মূল্যবোধ রক্ষার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগ্রাম করে। যে বিশেষ জাতীয় মূল্যবোধের জন্য সে পরিচিত তা সংরক্ষণে তারা সবসময় সচেষ্ট। কিছুদিন আগেও প্রত্যেক জাতির পরিচিতির

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য

কুরআনে স্বধর্মত্যাগের ধারণার মৌলিক উপাদানগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এর সারসংক্ষেপ হলো, স্বধর্মত্যাগ এবং অনুতপ্ত না হওয়া অথবা ইসলাম ও আল্লাহকে স্বীকার না করার জন্য পরকালে শাস্তির বিষয় না মানা। স্বধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি শুধু নিজেরই ক্ষতি করে। যে বার বার তার ধর্মকে ত্যাগ করে সে যত যাই করুক না কেন আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাবে না।

স্বধর্মত্যাগে অবিচল কাউকে জোর-জব্বরদস্তি করে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করা হলেও অন্য কিছু তার পছন্দ না হলে প্রকৃত বিশ্বাসে কোনো প্রভাব পড়বে না। শুধু অন্তর থেকে আত্মসচেতন হয়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে স্বধর্মত্যাগকারী তার বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করলেই প্রকৃত সত্যের প্রতিফলন ঘটবে। দুর্বল বিশ্বাস, সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারা এবং বিশুদ্ধ মনে আল্লাহর এবাদতের ব্যর্থতা স্বধর্মত্যাগের সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ। সত্যকে অস্বীকার করে কোনো কাজ করলে তা কোনোকিছু বয়ে আনে না এবং এ ফলাফল তার জন্য অবশ্যই প্রত্যাশিত।[১] 'স্বধর্মত্যাগ' পরিভাষাটি দিয়ে এমন ধারণাকে বুঝানো হয় যা ইসলাম ও বিশ্বাসের পথে চলতে চলতে উল্টো পথে বাঁক নেয়। অথচ এর আগে তারা আল্লাহর আদেশ হিসেবে তা গ্রহণ করে ওই পথে চলছিলেন।

*আল-রিদ্দাহ* এবং *আল-ইরতিদাদ* পরিভাষাগুলো দ্বারা কুরআনে কেউ কোনোকিছু ত্যাগ করে কোথাও গিয়ে পৌঁছলো, আবার তা সাথে নিয়ে আগের অবস্থানে ফিরে আসলো বুঝায়। তবে কুরআনের কোনো আয়াতে কেউ শুধু ইসলাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলো অথবা শুধু আধ্যাত্মিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলো স্বধর্মত্যাগের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলা হয়নি। বরং কুরআন *রিদ্দা* পরিভাষাটি ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করেছে একসাথে আধ্যাত্মিক ও

## গ্রন্থ পরিচিতি

'ইসলামে স্বধর্মত্যাগ: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গ্রন্থটির মূল রচয়িতা বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ তাহা জাবির আলআলওয়ানি। আরবিতে লেখা মূল গ্রন্থ থেকে *Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis* নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ন্যান্সি রবার্টস।

স্বধর্মত্যাগের (আল-রিদ্দাহ) জন্য নির্ধারিত আইনানুগ শাস্তি কী? কুরআনের ২:২৫৬ আয়াতে বর্ণিত 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' অনুযায়ী তার প্রতি ধর্ম কতটুকু সহনশীলতা দাবি করে?– এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেখক গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন- যার ফসল এ গ্রন্থ।

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ইসলাম (বিশ্বাস) থেকে বের হয়ে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন না। তিনি এ গ্রন্থে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের প্রবক্তাদের বিরোধপূর্ণ যুক্তিতর্ক পেশ করার পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখিত সমুন্নত বিশ্বাসের স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। যতদিন একজন স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগকারী বিচারযোগ্য অন্য কোনো অপরাধের সাথে জড়িত না হবেন, লেখকের মতে ততদিন বিষয়টি শুধু আল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

কুরআন একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস ত্যাগের পর বারবার ফিরে আসার সুযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, তাদের হত্যা করা উচিত কিংবা শাস্তি দিতে হবে এমন কথা বলেনি– লেখক এ সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কুরআনের নির্দেশানুসারে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো জীবন নেওয়া সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। সুতরাং, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থের সাথে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা। গ্রন্থটিতে এ বিষয়টিই স্বচ্ছভাবে সবার উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

## লেখক পরিচিতি

ড. তাহা জাবির আলআলওয়ানি ১৯৩৫ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ও আইন কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে অনার্স, ১৯৬৮ সালে এম এ এবং ১৯৭৩ সালে উসূল-ই-ফিকহ এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ১৯৭৫-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সৌদী আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ ও উসূল-ই-ফিকহ্ এর প্রফেসর ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৭ সালে ওআইসি ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমির সদস্য ছিলেন।

ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স সংক্রান্ত তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হলো- ইমাম ফখরুদ্দিন রাজির আল মাহসুর ফি ইলম উসূল আল ফিকহ্ [উসূল-ই-ফিক সংক্ষিপ্ত সার] এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ৬ খণ্ডের বই, আল ইজতিহাদ ওয়া আল তাকলীদ ফি আল ইসলাম। [ইসলামে আইনগত যুক্তি ও অনুকরণ], হুকুক আল মুত্তাহাম ফি আল ইসলাম [ইসলামে অভিযুক্তের অধিকার], আদব আল ইখতিরাফ ফি আল ইসলাম [ইসলামের মত পার্থকের নীতি] এবং উসূল আর ফিকহ্ আর ইসলামি [ইসলামি আইনশাস্ত্রের উৎস পদ্ধতি]। এছাড়াও ইসলামী আইনতত্ত্বের বিশ্বখ্যাত এই সুপন্ডিত বহু গ্রন্থ ও অগণিত প্রবন্ধ লিখেছেন-যা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-96731-9-4